ছিন্ন তৃণাসন

শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায়

কাঁঠালগাছ, তার ছায়া। উঠোন।

আর, রাজুকে

যার নামের অর্থ করেছিলাম ‘আদরের রাজা’!

নীরবতা ...

বাবার ছায়া আকাশ থেকে আসে। উন্নত বৃক্ষচূড়া কিংবা যেন পুরোনো বাতিঘর। বিপুল সমুদ্রের পাশে সে দাঁড়িয়ে, আবহমানকাল। সেই ছায়ার মধ্যেও তেজের গন্ধ, বুকের ভেতরটা সাহসী হয়ে থাকে।
মায়ের ছায়া নেই। সবটাই আলো। সবটাই জল। মায়াতরঙ্গের মতো নিবিড় ঘিরে রাখে।
রাজুদের ছোট্ট উঠোনের ওপর ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকা কাঁঠালগাছটা অনেকদিনের। ওর মা-বাবার বিয়ের ফোটোতেও সে ছিল। তাকে বাঁচিয়ে, সঙ্গে নিয়েই, ম্যারাপ বাঁধা হয়েছিল। রাজুর বাবার মৃতদেহটিও শায়িত ছিল ওই ছায়ার আশ্রয়ে। যদিও তখন রাত্রি, তবু গাছের ছায়ার কখনও মৃত্যু নেই।
যতবারই ওদের বাড়ি গেছি, ঢুকতেই প্রথম আতিথ্য দিয়েছে ওই গাছ। বাবার অকালমৃত্যুর পর, রাজুর ওই ছায়াটুকু ছিল। ছায়াটুকুই। আমাদের একান্ত আড্ডায় কতবার এসেছে ওই গাছ, তার ডালপালা, আলোছায়ার নীরব বিস্তার।
আজ, ২৮শে জুন ২০১১, গাছটা কাটা পড়ল। আশঙ্কা ছিলই, আজ সত্যি হল। উঠোন সাফ করে ঘর উঠবে। তার দরজা জানলা হবে কাঁঠালকাঠের।
রাজুর সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল ফোনে, কাঁঠালগাছের টুকরো-করা দেহ তখন খোলা উঠোনে রাখা। বর্ষাকাল, তাই রোদের হাহাকার নেই। ঝিপিঝিপি বৃষ্টি পড়েই চলেছে। গাছটা ফেলার পর নাকি সহজে কাটা যাচ্ছিল না। কাঠুরেরা তখন একটা জলের বোতল ছিপি আলগা করে শুইয়ে রেখে দেয়। একটু একটু করে জল পড়ে নরম হয়ে আসে কাঠ। সহাস্যে বসে যায় করাতের দাঁত। রাজু খিন্ন হেসে বলে, 'জানিস, মারছে, আবার জলও দিচ্ছে। কঙ্কাল থেকে অলঙ্কার তৈরি হবে!'
ওর কথাগুলোর মধ্যেও ছিল জল। বাঁধভাঙা ঢেউ। স্পষ্ট শুনতে পেলাম পাথরের ওপর তাদের আছড়ে পড়ার ভীষণ আওয়াজ। আমাদের আজ কিছুই করার নেই। বাস্তব তার ক্রূর গ্রাসে নিয়ে নিল রাজুর পরমাত্মীয় ছায়াটুকু। ওকে স্বপ্ন দেখালাম, দুঃখ করিস না। দেখবি হয়ত একদিন কেউ তোকে ভালোবেসে উপহার দিল একটা গোটা কাঁঠালবন! আমার এই কল্পনাই সম্বল। গুটিকয় শব্দ, বাক্য। আর নৈঃশব্দ। আর, ... ভালোবাসা। আমার আর রাজুর অশ্রুর কোনো ভিন্নতা নেই। তারা একইসঙ্গে ঝরে পড়ছে আজ। গভীরে, শিকড়ের দিকে গণনাতীত জলবিন্দুর সে এক নিঃশব্দ যাত্রা। ছায়ার অভাবে সেইখানটা শুকিয়ে উঠছে প্রখর তাপে।
আমরা দুজন এখন উঠে দাঁড়িয়েছি একসাথে; রৌদ্রছায়ার মতো মিলেমিশে নীরবতায় পালন করছি শোক। গাছের জন্য, পাতার জন্য, ছায়ার জন্য আমাদের শোক, মূক সন্তাপ, যেন অখন্ড রাত্রিআকাশ। তারই মধ্যে এই, বিন্দু বিন্দু, ফুটে উঠছে আলো ...

আলো থেকে জ্বেলে নিই আলো
শোক থেকে জ্বেলে নিই শোক
হাতে মোমবাতি, বুকে গাঁথা বুক
অগ্নিপ্রলয়জয়ী দুজন বালক

কাঁধের ওপর কত ভার, তবু উঠি
অস্ত্রশস্ত্রহীন। শুধু সামগান। শুধু শ্লোক।
আমাদের ক্ষয় নেই জরা নেই শোকেরই মতন

আড়ালে পাগল বলে লোক

১

উঠোন ছুঁয়ে থাকা সরল প্রণাম
ঘাসের শিশির, ঝরাফুল
লাল বটফল, অলক্ষ্যে খসে পড়া
ধূসর পালক

তৃণাসনে শুয়ে থাকা শুভাশিস আলো

এদিকে তাকাও। কথা বলো
কথা বলো

২

কথা বলো ঘাস
সন্ধ্যাআকাশ
কথা বলো
কথা বলো তারা
দেখো দিশাহারা
ভোরের সরণি বেয়ে
নেমে এস
ছুঁয়ে থাকো দেহ
শষ্পআভাষ
ঝুঁকে এসো মুখে
সুরভিত আলো

নিচু স্বরে ঘুম থেকে ডাকো
কথা বলো
কথা বলো

৩

গোধূলির পর
একটু একটু করে
হিরের ঝাঁপি খুলে যায়।
কাউকে চিনি না,
তবু গোটা গ্রাম বলে
মা বাবা ঐখানে আছে।
নদীর আড়াল থেকে
রাত ওঠে, গাছেরা
নিঝুম হয়ে থাকে
কুয়াশায়,
ঘাসের কুটির থেকে
অপলক দেখি
কারাসব ফুটে আছে
জানলার গায়

ঐখানে তারা
বাবার পাহারা
ছেলের শিয়রজুড়ে
মায়ের পাহারা
হাওয়া দিলে পরে
দীপ নিভে যায়
তবু কত আলো
ঐ প্রহরায় ...

৪

ও আমার মাঠ, প্রিয় রাজপাট
কথা বলো
কথা বলো আজ অন্ধ জাহাজ
ধানকাটা মাঠে দিক হারিয়েছ
তোমাকে রাত্রি ডাকে লোক
অবোধ বালক
মায়ের আঁচল ঘিরে কেঁদে ওঠে
মুঠো দুটো তার ওঠে বারবার
ব্যথাতুর আকাশের দিকে
সেখানে কণা কণা ধান
মাটি আর ঘামের নিশান
কর্ণধনুক
জ্বলে থাকে
জ্বলে থাকে শোক, পরাজয়গাথা
তারই পাঁজর জুড়ে
শিরোমণি চাঁদ

নিঃঝুম চাঁদ
আলোর আবাদ
ধুলো হও আমাদের গ্রামে
প্রদীপে ভেসে যাও
সরোবরে
উপবাসী দুখিনীর আলো
কাছে এসো আজ
শরীরে প্রবেশ করো
কথা বলো

৫

ক্লান্ত দিনের শেষে ঘুম আসে।
কখন উঠোনে নেমে আসি ভাসমান
ডালিম গাছের পাশে
আমাকে ছুঁয়ে থাকে
বকুলশাখা আর শিরীষের শাখা

ছেলেবেলা থেকে
আমাদের পায়ে একই ধুলো।
আমার দেহভার শষ্পে আসীন আজ
তবুও নিশ্চল জল ধরে রাখে তারা,
পাতার ফোয়ারা খুলে দেয় ভয়াল খরায়।
হিমের বলক নিয়ে চারধার ঢাকে
বকুলের শাখা আর শিরিষের শাখা

মাটির উঠোন ঘিরে সবুজ পিদিম
ভুলোমন মার হাতে রাখা ...

৬

প্রাচীন শিলালিপির মতো রাত নামে,
গ্রাম ভরে যায়। অচেনা ভাষা তার, কিছুই বুঝি না
তবু সখ্যতা ধরে রাখে বোধের সীমায়।
মনে হয় উঠে যাই, ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি একবার।
জিজ্ঞাসা করি, ওইখানে, ওই সুদূর তারার পর কী?

এই প্রশ্নের পারে মুখ তুলি। দেখি, শুয়ে আছে
পর্বতমেঘ, মহাআকাশ, জ্যোতিষ্কগ্রাম।
গুঁড়ো গুঁড়ো হীরকপ্রপাত বিরাট শিলার ধারে
আছড়ে পড়ছে অবিরাম

অখন্ড রাত্রির তীরে বাড়ি ফেরে অন্ধ ভিক্ষুক,
কাঁধের ঝুলির চাল ফুটো দিয়ে ঝরে
একে একে জ্বলে ওঠে সহস্র তারকার চোখ

উত্তর নেই, শুধু দুয়ারে ঘন হয়ে আসে
মৌন চরাচর, অচিনলোক

৭

মাটিতে মুখ রাখি। শিয়রে নতমুখ
বসে থাকে ছায়া।
হাতের পাতায় উঠে আসে স্তব্ধতা
গুটিকয় সবুজ শামুক।
কারা কেড়ে নিয়ে গেছে কবচকুণ্ডল,
নরকের রঙ মাখিয়েছে
ফুলতোলা ঘাসের আসনে।

নিঃস্ব অভিমান বোঝে না কেউ,
সে ধূলিতলে একা ধূসর হয়ে থাকে।
শয়ানশরীর ঘিরে জমে ওঠে কুঁড়ি
সাপের খোলস, নির্বাক ঘাস

আমার পাঁজরে গাঁথা তীর
তুলে নিতে কৌশল ভাবে
জাদুকর আকাশবাতাস!

৮

আমার সঙ্গে দোলনা নিয়ে খেলা করে গাছ।
চারপাশ ঘিরে থাকে ধুনোর সুবাস,
নিভে যাওয়া প্রদীপের ঘোর।
নিঝুম শান্ত ছায়া দুখিনী দিদির মতো
আঁচলটি পেতে একলা শুয়ে থাকে।

গাছের দোলায় আকাশে উঠে যাই

অত উঁচু থেকে
সীমাহীন মনে হয় তাকে

৯

ঘাসের আসন পেতে বসে থাকি।
পাখিরা উড়ে এসে কোলেকাঁধে বসে,
নরম ঠোক্কর দেয় গায়। ওদের দস্যিপনা,
লাল নীল ওড়া, জলছবি করে রাখে মাঠ।

সাঁঝে ওরা ফিরে যায়। লণ্ঠন জ্বালি।
আলোকবিন্দু আর পাখিদের ফেলে যাওয়া গান
মিলেমিশে নেচে ওঠে।
সারাগায়ে খুদকুঁড়ো মাখা চুপ করে বসি।
ঘিরে ঘিরে নেচে ওঠে ধূসর পালক,
ছায়াময় আলোময় গান

ডুবে যাই ডুবে যাই ডুবে যাই রূপে
ঢেউ ওঠে আকাশসমান!

১০

রক্ত দেখিনি কোনোদিন।
সূর্যডোবার দিকে চেয়ে
মা বলেছিল, - ওই লালরঙ।
রুপোর গোল সিঁদুরকৌটোয়
তবে বুঝি সূর্যের গুঁড়ো?
মায়ের ফর্সা কপাল
স্নানশেষে গোল টিপ ভোরবেলা ওঠে,
সেই থেকে তাকে দিগন্ত বলে ডাকি।

মায়ের সংসার সূর্যেই ভরা।

আমরা হাসিগাই মহাকাশে থাকি!

১১

সারাদিন বসে বসে পুতুল গড়ি।
উঠোনের রোদে শুকোই। ডুরে কাপড়ে
আলোআঁধারির রঙ গাঢ় হয়।
মাটির পাখির পাশে উড়ে আসে চড়াই
ফলের পাশে খসে পড়ে ফল,
পাখি ঠোঁট রাখে ভুল পেয়ারায়।

রাত্রে তুলি দিয়ে পুতুলের চোখ আঁকি।
আকাশের তারালোক নামে
ক্ষুদি ক্ষুদি চোখের তারায়
করতলে ফুটে ওঠে শিশুর পরাগ

দিশেহারা বালকের হাত কেঁপে যায়

১২

বিনুপাগল আপনমনে গান করে –
‘আমরা এমনিই এসে ভেসে যাই
আলোর মতন হাসির মতন’
আলো আর হাসি বুঝি দেখা যায়?
ঝুরিনামা বটতলা, লাল সুতোয় বাঁধা
ক্ষুধিত মনস্কাম ভরে থাকে পাগলের গানে।

শাদা ধুলোর পথ চলে গেছে গ্রাম ঘুরে দূরে।
রোদ্দুরে ঝিক্‌মিক্ করে যেন আকাশগঙ্গা
রাত্রির পলিদেশে বহমান
বাবার পাদুটো বাঁশিসুর
লণ্ঠন নিয়ে উদাসীন হেঁটে হেঁটে যায়

ধুলো লাগে না, কাঁটা বেঁধে না
ছাপও পড়ে না রাস্তায়

ওরাই কি তবে বিনুপাগলের গান?
আলোয় মতো হাসির মতো
ভেসে আসে আর ভেসে চলে যায়

১৩

বড়োরাস্তার ওপারে আমবাগান।
ঠাসাঠাসি গাছ, সকালেও রোদ ঢোকে না।
রাত্রে ওই গভীর ছায়ার মধ্যে হিম অন্ধকার
মাখামাখি, চারদিক থেকে এলোকেশ ঝুঁকে পড়ে।
বনের বুকজুড়ে জ্বলে ওঠে জোনাকির পাড়া,
হাজার হাজার আলো উড়ে বেড়ায়।

ও আমার নিজের আকাশ। আর কারো নয়।
পায়ে পায়ে ঢুকে পড়ি তারায় তারায়,
এখানে মৃত্যুর ঘোর চক্রবূহ্যের মতো
হাঁমুখে টানে না জঠরে। ডিঙি ভাসাই।
এঁকে বেঁকে ছুঁয়ে যাই রুক্ষ বাকল, শিকড়
উইঢিবি, নিশিজলে ঝল্‌মল্‌ তারা

উল্কার ধুলো মেখে ঘুম পায়। শুয়ে পড়ি।
কপালে জ্বলে থাকে
একরাত জোনাকির পাড়া!

১৪

আলো থেকে জ্বেলে নিই আলো
জল থেকে জ্বেলে নিই জল

ব্রতের প্রদীপ ভেসে চলে
শাদা পদ্মের দেশে টলোমল

আলো থেকে জেগে ওঠে আলো
সুর থেকে বেঁচে ওঠে সুর

পথের শেষ নেই চোখে
আমাদের দেশ কতদূর?

দেশ থেকে ফুটে ওঠে মাটি
মাঠ ঘিরে নীল চরাচর

শাদা পথ সাথে নিয়ে চলে
তার শেষে আমাদের ঘর

আমাদের ঘরে পথ থামে
সাঁঝবেলা আজও ওঠে আলো

গাছেরা নিবিড় হয়ে আসে
মাকে ধরে, রূপকথা বলো

১৫

মায়ের গল্পের আগে মা চলে গেছে।
বহুদূরের পথ, এঁকে বেঁকে এঁকে বেঁকে
কোথায় হারায়
পথের ধারে ধারে এখনও রাজারাণী আসে
ময়ূরপঙ্খী- ভাসা- নদী
কী যেন মনে করে
মুখ তুলে চায়।

নৌকার টিম্‌টিমে আলো, ভাতরাঁধা ছোটো মাঝিবউ
মাকে চেনে, এখনও মায়ের কথা ভাবে।
ঘরের কাছ দিয়ে গেলে
আনমনে হাঁক দিয়ে যায়,

মাও ভোলেনি তাকে।
মাটির সরা থেকে সাড়া দিতে দিতে
ভেসে চলে দূর গঙ্গায় ...

১৬

শীতের উঠোনে ছড়িয়ে আছে কিশলয়বই,
অঙ্কের খাতা। ছোটো ছোটো ধুলোছাপ
পা টিপে টিপে চলে গেছে পড়া থেকে দূরে,
শশাক্ষেতে।

খোলা খাতায় কাঁচাহাতে লেখা অক্ষরগুলো
এত অস্থির, আঁকাবাকা, যেন এক্ষুনি উড়ে যেতে চায়।
অকৃপণ রোদ এসে পড়ে ভুল অঙ্কে,
তাকেই আজীবন আলো করে রাখে।
এইসব রোদছায়া বকাবকি জানে না একটুও
দীর্ঘপথ এসে কপালে হাত রাখে, ভালোবাসে।

দূরের হল্লায় ভেসে যায়
তেঁতুলপাতার মতো এতটুকু
আমাদের নিরালা উঠোন

১৭

বৃষ্টি ফিরিয়ে আনে ভুলে যাওয়া ঘ্রাণ।
মাটির গন্ধ, লাজুক ফুলের বাস
মিশে যায় ভাতে।
পুরোন বড়ো হাঁড়িটা বহুদিন উঠোনে নামানো,
সৃষ্টির আদি অন্ধকার তার পেট থেকে
আহত পশুর চোখে বিমর্ষ চেয়ে থাকে।
টুপটাপ ভরে ওঠে জল।
দুএকটা লেগে থাকা ভাতের কণা,
শাঁখার ঘষা লাগা দাগ
যেন বহুযুগ আগে মৃত তারা,
এখনও আলো পাঠায়।

সে আলোয় ভেসে আসে কাগজের ডিঙা
ছইয়ের নীচে ঘুমন্ত শুয়ে থাকে পুরনোদিন।
শুকনো পদ্মের বীজ হঠাৎ পাখা মেলে ফোটে

সুদূর শৈশবমেঘ মুখরিত, আলোয় রঙিন!

১৮

ঘরে ফিরছে একাকী সাইকেল। উঁচুনিচু পথ।
বাঁশগাছের মাথায় জ্বলে উঠেছে চাঁদ,
যেন ছেলেবেলার গান।

চোখের সামনে অন্ধকার। দুপাশে অন্ধকার।
চরাচর মলিন আলোয়ানে ঢাকা। পথহারা অন্ধ মহিষ
তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরে চলেছে ঘরে।
তার গা থেকে জল ঝরে। সে জলের দাগ ধরে
শ্রান্ত ন্যুব্জ ছায়ার সারি নিকানো উঠোনের দিকে চলে।
তাদের গা থেকে খসে শিকড়, ঝুরঝুর ঝরে পড়ে ছাই।
সামনে দুহাত বাড়িয়ে বড়ো বড়ো শ্বাস ফেলে
তারা এগোয়।

আনমনে পথ ভাঙে নির্জন সাইকেল। অবাক হয়ে দেখে,
ঘুমন্ত পাতার শিরায় অস্ফুট জ্যোৎস্নার স্রোত,
পরিচিত পথের ধুলো অভ্রকণার মতো সহসা বাঙ্ময়

সে জানে না, পিছনে তার ফুটে উঠেছে
ঘরে ফেরার দীর্ঘ মিছিল
বর্ষণমুখর এক চাঁদের আলোয় ...

১৯

একা একা দুয়ারে দাঁড়াই।
গ্রস্ত ঘরবাড়ি ডুবিয়ে আকণ্ঠ পিপাসা মাথা তোলে
যেন বহুকাল সমুদ্রবাসের পর জলের দানব
দীর্ঘ গ্রীবায় খুলে দেবে আগুনফোয়ারা।
প্রেতশ্বাসমোড়া নিঃস্ব এ বাড়ি উঠোন গাছপালা
একদিন মাটির বাসর ছিল পাখা মেলে রেডিওর গানে।

এখন নির্বাক জ্যোৎস্নায় জেগে থাকে সদরদুয়ার
শ্যাওলার কারুকাজ, বুনোলতা, পাল্লার করুণ আওয়াজ
লক্ষীপেঁচাটিরও নিভে গেছে চোখ। ঘাসজঙ্গলভরা,
গ্রহণের ত্রাস ঘুরে ফেরে চোখের মণিঝরা আনাচেকানাচে।

ভিতরে পা দেবো ভাবি। আজও দুহাত খুলে
অতীতস্বরে ডাকে পাতার শিরোতাজ, খেলাঘর
এই ঘুণে মিশে যেতে চায়

প্রবল শব্দে কাঁপে পিতামহী মাটি।
আমাদের ঘাসের আসন ক্রমশ ছিঁড়ে যায়

আমাদের ঘাসের আসন ক্রমশ ছিঁড়ে যায়

২০

বৃহৎ আকাশের নীচে আমাদের গোলাঘর আজও দাঁড়িয়ে
যেন চেয়ে আছে কোন দূর নির্মাণের দিকে অর্থহীন চোখে।
খড়ের ঘট ভরে থাকে শূন্য অন্ধকার। বিপুল হিম।
গুটিকয় পড়ে থাকা ধান মুখে নিয়ে যেতে যেতে
থমকে ফিরে তাকায় পুরনো ইঁদুর, - আর ফিরে আসা নেই।
জানলার চাটাই সরাই। রোদের ফালি দুরন্ত বালকের মতো
লাফ দিয়ে ঢোকে, পায়রার খুশিয়াল ডাক চকিতে শোনা যায়।

এখানে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি নামে। ধানের গন্ধের নরম আদর, বলে,
থাকো। শুয়ে পড়ো। যজ্ঞসমিধের শব জেগে থাক বুকের ওপর ...

২১

মজে যাওয়া কুয়োর ওপর নিমের ছায়াটি রোজ নতুন।
পাতাল জলের মুখে সাদাকালো আঙুল বোলায়, যেন
সমস্ত হাহাকার শোক, চৈত্রবাতাসের ধুলোতাপ
শুষে নেবে।
দুপুরবেলাটি এসে এখানে থমকায়।
তারও কিছু ছায়া রাখা ছিল, -
বাসনের গোছা নিয়ে মা, পিতল কলসি কাঁখে দিদি,
পুতুলের মাটি হাতে বোন।

একদিন নিঃশব্দ পায়ে ওরা নেমে গেছে
তাপহরা জলের গভীরে।
দুপুর জানে না। শীতলপাটি, সুপুরির জাঁতি কেউই জানে না।
শুধু ওই মূঢ় কপিকল সব কথা জানে

আমি এখন দড়িবাঁধা বালতি নামাই

ওরা নীচ থেকে ভরে পাঠায় জল
মায়ের স্পর্শের মতো শীতল, প্রত্যাশাহীন

২২

এ কীসের সুর ওই কালো জলে, শাদা পৈঠায়?
এ কার স্পর্শে রাত্রির জরায়ু ভরে ওঠে লালফুলে
সাজিভরা নিশিকুসম ঝরে পড়ে
অলস জলে ডোবা পায়ের পাতায়
বিভোর মুখ ওই অস্ফুট গন্ধের মতো আলো দেয়
আকাশের গায়
জ্বরা ব্যাধি ও মৃত্যুও জানে না এই অলীক বিকাশ

পশুর মুখোশ খসে পড়ে। নখ ঝরে যায়।
জলের ধারে সারারাত
নতজানু হয়ে থাকে মূক বধির এক খঞ্জ জীবন

২৩

মুঠো করে মাটি দিই গহ্বরে। মাটি উড়ে যায়।
আমাদের উঠোনে বাসা ছিল তার, সেদিকে পালায়।

মাটি তার পাখা ভর, ধুলো হয়ে দেশে দেশে ঘোরে।
আমার ডানা নেই, শুধু নিরুপায় বেঁধে রাখা হাত
সে হাতের মুঠো খুলি গুহায় গুহায়।

মাটিতে মিশে গেছে শিউলি বকুল,
বাবার লাগানো স্থলপদ্ম আলো করে ফুটেছে আকাশ।

রাখতে পারি না দুই হাতে
ছেড়ে দিই
ঢেলে দিই সব ফুলভার
ওই গহ্বরে, যেখানে তলিয়ে যায়
আমাদের
সোনা নয়, সবুজ সংসার ...

২৪

শুয়েছি গাছের নীচে অবিনাশী ঘাসে।
ডালপালার ফাঁক দিয়ে ফুটে আছে আকাশ।
সজনে পাতার মতো ফোঁটা ফোঁটা
ঝিরিঝিরি
মুখে ঝরে পড়ে গান। তারই ফুলের ঝুড়ি
আকাশে আকাশে ছড়িয়ে রয়েছে কত দূর।

সেইসব ফুলে ফুলে ছুঁয়ে যায় গান
যেন তার ঘর নেই, নদীর জলের মতো
দেশে দেশে টান

আলোকলতার মতো আবার ভরে যায়
চুপিসাড়ে ঘুম ভেঙে ওঠে
আমাদের পুরোনো বাগান !

২৫

কতদিন জ্বর নিয়ে শুয়েছি বিছানায়।
কতদিন কথা বলে না গাছ পাখি আলোছায়া
ফেরিওলারাও ভয়াবহ চুপ হয়ে আছে।
জলে রোদ কাঁপে, ওই ঝিলিমিলি দেখি না
দেখি না ট্রেন ছোটে, দীঘিতে লাফ দেয় মাছ
মূর্খ রেশমকীট চারধারে তন্তুর ভার নিয়ে
নিভেছি বিছানায়।

আজ শিয়রের জানলা খুলে দাও।
চড়াইপাখির সাথে রোদ আসুক,
ঘাসের শিশির মেখে হাওয়া।
রোগা নদী নতুন মর্জিতে বাঁক নিক, এদিকে
জ্বরভারাতুর কপালের পাশে

জানলা খুলে দাও দরোজা খুলে দাও
দেওয়াল খুলে দাও শূন্যে শূন্যে
ফুৎকারে মাটি খুলে উঠে পড়ো সবুজ ফোয়ারা
নরকের রঙ মুছে দাও ধ্বস্ত কর রণসাজ
আকাশ ঝাঁপ দাও বুকে তড়িৎ ঘননীল ঝাঁপ
এসো মেঘ এসো ডানা
ভীষণ লহরে এসো ফুল্ল কাকলি
এসো আলো এসো তেজ
শিকল চূর্ণ করে কথা বলি
কথা বলি

২৬

জেগে ওঠো ধুলোটান
লাল বটফল
জেগে ওঠো ব্রতগান
পুরোনো দেউল
জেগে ওঠো

জেগে ওঠো মাটি
পায়ের ছাপ আঁকা বুক
আমলকী ফল
যেন বোনের চিবুক
জেগে ওঠো

জেগে ওঠো পাতা
আমাদের ঢাকো
জেগে ওঠো ঘুম
গুন্‌গুন্‌ গান
নিরাময় আলো, আর
জ্বরভাঙা স্নান

জ্যোৎস্নার সুর
মায়াবী বিধুর
ঢেকে দাও শব
ভুল পরাভব
ভেঙে দিয়ে ঘোর
পুরনো সে ভোর
জলভেজা ঘাস
আঁচলবাতাস

জেগে ওঠো
জেগে ওঠো